SME NEWS
এসএমই
নিউজ
এসএমই ফাউন্ডেশনের ত্রৈমাসিক নিউজলেটার
এসএমই ফাউন্ডেশন
মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100
বর্ষ ১১ । সংখ্যা ৩৩ | জানুয়ারি-মার্চ ২০২১

# এসএমই ফাউন্ডেশন কর্তৃক আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২১ উদযাপন
# 'মুজিববর্ষে নারী-উদ্যোক্তাদের অগ্রগতি ও চ্যালেঞ্জ' সেমিনার আয়োজন

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে 'মুজিববর্ষে নারী-উদ্যোক্তাদের অগ্রগতি ও চ্যালেঞ্জ' শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথি শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন এমপি ও অন্যান্য অতিথিবৃন্দ

'আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২১' উদযাপন উপলক্ষে ১৪ মার্চ ২০২১ এসএমই ফাউন্ডেশন কর্তৃক 'মুজিববর্ষে নারী-উদ্যোক্তাদের অগ্রগতি ও চ্যালেঞ্জ' শীর্ষক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। এসএমই ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. মোঃ মাসুদুর রহমানের সভাপতিত্বে সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার এমপি এবং শিল্পসচিব কে এম আলী আজম উপস্থিত ছিলেন। এসএমই ফাউন্ডেশনের মহাব্যবস্থাপক ফারজানা খানের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ মফিজুর রহমান। মূল প্রবন্ধে বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস) এর সিনিয়র রিসার্চ ফেলো ড. নাজনীন আহমেদ বলেন, দেশে নারী-উদ্যোক্তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় বাড়ছে নারীর কর্মসংস্থানও। কারণ, নারী নিয়ন্ত্রিত শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোতে নারী কর্মীরা বেশি নিয়োগ পান। নারী-উদ্যোক্তাদের নিয়ে এসএমই ফাউন্ডেশন পরিচালিত গবেষণার তথ্য তুলে ধরে তিনি আরো বলেন, দেশের প্রায় ৫৪% নারী শুধু নিজের চেষ্টা ও আগ্রহে উদ্যোক্তা হয়ে উঠেছেন। তবে নারী-উদ্যোক্তাদের ৮১% এরই ব্যাংক হিসাব না থাকা প্রমাণ করে, তাদের ব্যবসা ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা উন্নয়নে নজর দেয়া প্রয়োজন। তার মতে, নারী-উদ্যোক্তাদের এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে ৬টি বাধা রয়েছে, যেমন- বড় অংকের ঋণ না পাওয়া, ব্যবসা সম্প্রসারণে প্রতিবন্ধকতা, পণ্য রপ্তানিতে বাধা, নতুন বাজার সম্পর্কে তথ্যের ঘাটতি, নারী-উদ্যোক্তাদের প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের দক্ষতার অভাব এবং পরিবার ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের দ্বিমুখী কাজের চাপ। কোভিড-১৯ এর প্রেক্ষাপটে এসব সংকট আরো তীব্র হয়েছে। এসব সংকট সমাধানে ব্যাংকগুলোকে এগিয়ে আসা, নারী-উদ্যোক্তাদের জন্য আলাদা প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা, এসএমই ফাউন্ডেশনের পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা'র মাধ্যমে বিশেষ ঋণ কর্মসূচী চালু, পণ্যের বাজারজাতকরণে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম তৈরিসহ বেশ কিছু সুপারিশ তুলে ধরেন তিনি।

মূল প্রবন্ধের ওপর আলোচনা করেন চট্টগ্রাম উইমেন চেম্বার সভাপতি মিসেস মনোয়ারা হাকিম আলী এবং জয়িতা ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মিসেস আফরোজা খান।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিল্পমন্ত্রী বলেন, সরকারের উন্নয়ন রূপকল্পকে এগিয়ে নিতে নারী-উদ্যোক্তাদের সব ধরনের সহায়তা দেয়া হবে। তিনি আরো বলেন, নারী-উদ্যোক্তাদেরকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিসিকে প্লট দেয়া হবে। শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিসিক ও এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে নারী উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্যের বাজারকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। নারী-শ্রমিকদের আন্তরিক ও স্বতস্ফূর্ত অংশগ্রহণের জন্য বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাত দ্রুত অগ্রসর হয়েছে। দেশ উন্নয়নশীল হওয়ায় আমাদের সুযোগ সুবিধা কমেনি বরং বেড়েছে, তবে আমাদের দায়িত্বও বেড়েছে। এ ধারা অব্যাহত রাখতে শিল্পায়নে নারীদের অংশগ্রহণ আরো বাড়াতে হবে। তিনি আরো বলেন, বিশ্ব অর্থনীতিতে টিকে থাকতে হলে নারী-উদ্যোক্তাদেরকে নতুন নতুন রপ্তানিমুখী পণ্য উৎপাদনে এগিয়ে আসতে হবে।

শিল্প প্রতিমন্ত্রী বলেন, এসএমই ফাউন্ডেশন দেশের নারী-উদ্যোক্তাদের উন্নয়নে এবং তাদের জন্য টেকসই ও আধুনিক প্রযুক্তি সহায়তা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। ২০০৮ সাল থেকে ২৫জন নারী-উদ্যোক্তাকে জাতীয় এসএমই উদ্যোক্তা পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। এসএমই ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন কার্যক্রমের সুবিধাভোগী উদ্যোক্তাদের মধ্যেও ৭০% নারী। ফাউন্ডেশনের ক্রেডিট হোলসেলিং কর্মসূচীর আওতায় ঋণপ্রাপ্তদের মধ্যে নারী-উদ্যোক্তার হার ২৬%।

শিল্পসচিব বলেন, মুজিববর্ষে আমাদের প্রত্যাশা-এ দেশের নারী পুরুষের যৌথ প্রচেষ্টায় রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়ন হবে এবং ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনসহ ২০৪১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ থেকে উন্নত দেশে বাংলাদেশের উত্তরণ ঘটবে। আর এভাবেই বিনির্মাণ হবে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ।

সভাপতির বক্তব্যে এসএমই ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন বলেন, এসএমই উদ্যোক্তাদের জন্য ব্যবসা সহায়ক পরিবেশ তৈরি করা এসএমই ফাউন্ডেশনের অন্যতম অঙ্গীকার। এ লক্ষ্যে ফাউন্ডেশনের অ্যাডভাইজরি সার্ভিস সেন্টারের মাধ্যমে নতুন ব্যবসা সৃষ্টি, ঋণ সুবিধা প্রাপ্তি, উপযুক্ত প্রশিক্ষণ, পণ্যের বাজার সম্প্রসারণসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে উদ্যোক্তারা সহায়তা পেয়ে থাকেন। আইসিটি বিষয়ক ই-কমার্স, সোশ্যাল মিডিয়া এবং ডিজিটাল মার্কেটিং বিষয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারেও নারী-উদ্যোক্তাদের সংখ্যা দিনদিন বাড়ছে।

# এসএমই ফাউন্ডেশন কর্তৃক দু'টি বিজনেস ইনকিউবেশন সেন্টার প্রতিষ্ঠা
# বিজনেস ইনকিউবেশন সেন্টার পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় কৌশলপত্র তৈরি

কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার এমপি এবং অন্যান্য অতিথিবৃন্দ

নতুন উদ্যোক্তা তৈরি এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় Second Small & Medium Entreprise Development Project (SMEDP-2) প্রকল্পের আওতায় ঢাকা ও চট্টগ্রামে দু'টি বিজনেস ইনকিউবেশন সেন্টার প্রতিষ্ঠা করেছে এসএমই ফাউন্ডেশন। ঢাকা ও চট্টগ্রামে প্রাথমিকভাবে এই দু'টি সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। সেই সাথে বিজনেস ইনকিউবেশন সেন্টার পরিচালনায় একটি কৌশলপত্র তৈরি করা হয়েছে। ১৬ জানুয়ারি ২০২১ এ বিষয়ে এক কর্মশালায় এসব তথ্য জানানো হয়। কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার এমপি। এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ মফিজুর রহমানের পরিচালনায় কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. মোঃ মাসুদুর রহমান।

শিল্প প্রতিমন্ত্রী বলেন, অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি খাতের অবদান আরো সম্প্রসারিত করার কোন বিকল্প নেই। তাই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নতুন প্রজন্মকে উদ্যোক্তা হিসেবে প্রস্তুত করার যে আহবান জানিয়েছেন, তা বাস্তবায়নে ঢাকা ও চট্টগ্রামের দু'টি বিজনেস ইনকিউবেশন সেন্টারে নতুন উদ্যোক্তাদের জন্য সব ধরনের সহায়তা নিশ্চিত করার আহবান জানান তিনি।

এসএমই ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন বলেন, উদ্যোক্তাদের সহায়তায় এবং এসএমই নীতিমালা ২০১৯ বাস্তবায়নে এসএমই ফাউন্ডেশন উদ্যোক্তাদের সব ধরনের সহায়তা করবে। দেশের এসএমই খাতের উন্নয়নে এসএমই ফাউন্ডেশন 'সেন্টার অব এক্সেলেন্স' হিসেবে কাজ করছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

কর্মশালায় এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের পরামর্শক এবং আন্তর্জাতিক ইনকিউবেশন সেন্টার বিশেষজ্ঞ হুলিয়া তেতিক বিজনেস ইউকিউবেশন সেন্টার ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনায় তৈরি করা জাতীয় কৌশলপত্রের সারসংক্ষেপ তুলে ধরে বলেন, এসএমই ফাউন্ডেশনের নেতৃত্বে দেশব্যাপী ইউকিউবেশন সেন্টার ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনায় শিল্প মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, ডাক, টেলিযোগাযোগ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বিসিক, নাসিব, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, বিটাক এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি জাতীয় সমন্বয় কমিটি গঠনের কথা বলা হয়েছে জাতীয় কৌশলপত্রে। এই কমিটি উদ্যোক্তাদের উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে বিজনেস ইনকিউবেশন সেন্টারকে কার্যকর করতে জাতীয় প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করবে। এসব বিজনেস ইনকিউবেশন সেন্টার থেকে ব্যবসা শুরুর ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তৈরিতে পরামর্শ ও সহায়তার পাশাপাশি অফিস স্পেস ব্যবহার এবং কারিগরি সহায়তাও পাবেন উদ্যোক্তারা।

# এসএমই ক্লাস্টার পরিদর্শন এবং উদ্যোক্তা ও অংশীজনদের সাথে মতবিনিময়

বগুড়ায় এসএমই ক্লাস্টার পরিদর্শনের সময় ক্লাস্টারের উদ্যোক্তা এবং ফাউন্ডেশনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ ও সাংবাদিকগণ

এসএমই ক্লাস্টারসমূহের সমস্যা ও সম্ভাবনা গণমাধ্যমে তুলে ধরতে ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ২৩-২৪ জানুয়ারি ২০২১ বগুড়ার আদমদিঘী'র শাঁওইল হ্যান্ডলুম ক্লাস্টার ও বগুড়া লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং ক্লাস্টার পরিদর্শন ও ক্লাস্টার অ্যাসোসিয়েশন নেতৃবৃন্দ ও উদ্যোক্তাদের সাথে প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সংবাদিকগণের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। ২৩ জানুয়ারি ২০২১ এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মফিজুর রহমান, পরিচালক পর্ষদের সদস্য রাশেদুল করীম মুন্না, মহাব্যবস্থাপক ফারজানা খান, দৈনিক প্রথম আলো, সমকাল, বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড, কালের কণ্ঠ, ডেইলি স্টার, বাংলাদেশ টেলিভিশন, সময় টিভি এবং একাত্তর টিভি'র সাংবাদিকগণ শাঁওইল হ্যান্ডলুম এবং বগুড়া লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং ক্লাস্টার পরিদর্শন এবং অ্যাসোসিয়েশন নেতৃবৃন্দ ও উদ্যোক্তাদের সাথে মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন। এসএমই ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং উদ্যোক্তাগণ গণমাধ্যমকর্মীদের কাছে ক্লাস্টার দু'টির সমস্যা ও সম্ভাবনা তুলে ধরেন। ক্লাস্টার পরিদর্শন শেষে উল্লিখিত গণমাধ্যমসমূহে শাঁওইল হ্যান্ডলুম এবং বগুড়া লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং ক্লাস্টারের ওপর প্রতিবেদন এবং টকশো প্রচারিত ও প্রকাশিত হয়। উল্লেখ্য, ৮০'র দশকে কয়েকজন হাতে গোনা তাঁতীর মাধ্যমে শাঁওইল হ্যান্ডলুম শিল্প ক্লাস্টারের কার্যক্রম শুরু হয়। বর্তমানে এই ক্লাস্টারে প্রায় ৭,০০০ তাঁতী, ১৫০০ সুতা ব্যবসায়ী ও দোকানদার এবং প্রায় ১০,০০০ লাটইকার/সুতা প্রক্রিয়াজাতকারী রয়েছে যেখানে প্রায় ৬০,০০০ লোক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কর্মরত আছেন। ক্লাস্টারটির বাৎসরিক টার্নওভার প্রায় ৭০০ কোটি টাকা। অন্যদিকে, বগুড়া লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প ক্লাস্টার উদ্যোক্তাদের দাবি, দেশের প্রায় ৮০ ভাগ কৃষি যন্ত্রপাতি এবং ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশ এখানে উৎপাদিত হয়। ক্লাস্টারটিতে প্রায় ৭৫টি ফাউন্ড্রি, ৭০০টি ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ এবং ৫০০টি কৃষি যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ বিপণন কেন্দ্র আছে, যেখানে প্রায় ৩০,০০০ হাজার লোক প্রত্যক্ষভাবে কাজ করছেন। ক্লাস্টারটির বার্ষিক টার্নওভার প্রায় ৩,০০০ কোটি টাকা। উক্ত ক্লাস্টারের পণ্যের গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে এসএমই ফাউন্ডেশন ২০১৪ সাল থেকে উদ্যোক্তাদের ফাউন্ড্রি, হিট এবং সার্ফেস ট্রিটমেন্ট বিষয়ে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছে। ফাউন্ডেশনের পৃষ্ঠপোষকতায় ক্লাস্টারের উদ্যোক্তারা উৎপাদনে নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে পণ্যের মান উন্নয়নে সক্ষম হয়েছেন। এখানকার শিল্প উদ্যোক্তাদের দাবি, সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা পেলে তারা বাংলাদেশের কৃষিভিত্তিক যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশের চাহিদার শতভাগ যোগান দিতে পারবেন।

## প্রণোদনা প্যাকেজের ঋণ বিতরণের লক্ষ্যে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে মতবিনিময়

এসএমই ফাউন্ডেশনের অনুকূলে বরাদ্দকৃত ৩০০ কোটি টাকা দ্রুততম সময়ে ঋণ হিসেবে উদ্যোক্তাদের মধ্যে বিতরণের লক্ষ্যে অংশীদার ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও এসএমই বিভাগের প্রধানগণের অংশগ্রহণে মতবিনিময় সভা আয়োজন করা হয়। ২১ জানুয়ারি ২০২১ এসএমই ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. মোঃ মাসুদুর রহমানের সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন এসএমই ফাউন্ডেশন্ডেশনের মহাব্যবস্থাপক নাজিম হাসান সাত্তার। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ মফিজুর রহমান এবং অর্থ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মোঃ আজিজুল আলম। মতবিনিময় সভায় জানানো হয়, এসএমই ফাউন্ডেশনের অনুকূলে বরাদ্দকৃত ৩০০ কোটি টাকার ঋণ দ্রুততম সময়ে বিতরণের উদ্দেশ্যে ইতোমধ্যে ১০০টি সম্ভাবনময় ক্লাস্টার নির্বাচন এবং প্রাথমিকভাবে এসব ক্লাস্টারের ঋণ চাহিদা প্রাক্কলন করা হয়েছে। সভায় ক্রেডিট হোলসেলিং কর্মসূচির আওতায় উদ্যোক্তা পর্যায়ে ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধিকরণ ও সুদের হার হ্রাসকরণ, অনলাইনভিত্তিক এবং তথ্য ও প্রযুক্তি খাতের উদ্যোক্তাদের অর্থায়নের উদ্যোগ গ্রহণ, নতুন ক্লাস্টার ও সেক্টরের উদ্যোক্তাদের অর্থায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা, ক্রেডিট হোলসেলিং কর্মসূচিতে ঋণের পাশাপাশি নন-ফাইনান্সিয়াল সার্ভিস বৃদ্ধি করা, ক্রেডিট হোলসেলিং কর্মসূচির মনিটরিং

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন

জোরদার করা এবং ক্রেডিট হোলসেলিং কর্মসূচি সম্প্রসারণের জন্য ফাউন্ডেশনের সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণসহ বিভিন্ন প্রস্তাব উঠে আসে। মতবিনিময় সভায় ২২টি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দ সরাসরি এবং ১৫টি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দ অনলাইনে অংশগ্রহণ করেন।

## করোনা মহামারীর প্রভাব মোকাবিলায় সিএমএসএমই উদ্যোক্তাদের মাঝে ঋণ বিতরণের জন্য এসএমই ফাউন্ডেশনের অনুকূলে ৩০০ কোটি টাকা বরাদ্দ

করোনা মহামারীর প্রভাব মোকাবিলায় দেশের কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতে গতি সঞ্চার, গ্রামীণ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন এবং অতিদরিদ্র বয়স্ক বিধবাদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নতুন দুইটি প্রণোদনা প্যাকেজ অনুমোদন করেছেন। ১৬ জানুয়ারি ২০২১ অর্থ মন্ত্রণালয়ের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, করোনা মহামারীর প্রভাব মোকাবিলায় দেশের কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতে গতি সঞ্চার, গ্রামীণ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন এবং অতিদরিদ্র বয়স্ক ও বিধবাদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নতুন দুইটি প্রণোদনা কর্মসূচি অনুমোদন করেছেন। কর্মসূচি দুইটির মোট বরাদ্দ ২,৭০০ (দুই হাজার সাতশত) কোটি টাকা। উল্লেখ্য, করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলায় অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার ও প্রণোদনা প্যাকেজের যাবতীয় দিক নিয়ে অর্থ বিভাগ তিনটি মতবিনিময় সভা আয়োজন করে। এ সভাগুলোতে উর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তাবৃন্দ, ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ, ব্যাংক, উন্নয়ন সহযোগী দেশ ও সংস্থা, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন খাতের অংশীজন ও মিডিয়া প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। এ মতবিনিময় সভাগুলোতে করোনা মোকাবেলায় গ্রামীণ অর্থনীতিকে বেগবান করার লক্ষ্যে ব্যাংক ব্যবস্থার পাশাপাশি কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতের সাথে সংশ্লিষ্ট সরকারি ও আধাসরকারি সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ঋণ কার্যক্রমের পরিধি বাড়ানো, নারী-উদ্যোক্তা উন্নয়নে আরও পদক্ষেপ নেয়া এবং দারিদ্র্য হ্রাসের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন অব্যাহত রাখতে পল্লী এলাকার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন এবং অতিদরিদ্র অসহায় পরিবারের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সম্প্রসারণের জন্য সুপারিশ করা হয়। নতুন অনুমোদিত প্রথম প্যাকেজটির আকার ১,৫০০ কোটি টাকা, যার আওতায় ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্প খাত ও নারী-উদ্যোক্তাদের জন্য গৃহীত কার্যক্রম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (এসএমই) ফাউন্ডেশনকে ৩০০ কোটি টাকা, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সংস্থা (বিসিক)-কে ১০০ কোটি টাকা এবং জয়িতা ফাউন্ডেশনকে ৫০ কোটি টাকা প্রদান করা হবে। পাশাপাশি, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করতে এনজিও ফাউন্ডেশনকে ৫০ কোটি টাকা, সোসাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশনকে ৩০০ কোটি টাকা, পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ফাউন্ডেশনকে ৩০০ কোটি টাকা, ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশনকে ১০০ কোটি টাকা এবং বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডকে ৩০০ কোটি টাকা প্রদান করা হবে। অনুমোদিত দ্বিতীয় প্যাকেজের আওতায় ১,২০০ কোটি টাকা ব্যয়ে আগামী ২০২১-২২ অর্থবছরে দেশের ১৫০টি উপজেলায় দরিদ্র ও বয়স্কদের এবং বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা সকল নারীকে ভাতার আওতায় আনা হবে।

উল্লেখ্য, নতুন অনুমোদিত এই দু'টিসহ সরকারের মোট প্রণোদনা প্যাকেজের সংখ্যা হলো ২৩টি, যার মোট আর্থিক পরিমাণ ১ লক্ষ ২৪ হাজার ৫৩ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৪.৪৪ শতাংশ)।

## এসএমই ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রণোদনা প্যাকেজের ঋণ বিতরণে নীতিমালা ও নির্দেশিকা প্রণয়ন

করোনা (কোভিড-১৯) পরিস্থিতিতে দেশের অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার কার্যক্রম ত্বরান্বিত করা এবং পল্লী এলাকার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে সরকারের দ্বিতীয় দফার প্রণোদনার আওতায় এসএমই ফাউন্ডেশনের ঋণ কর্মসূচীর মাধ্যমে চলতি অর্থবছরে মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের অনুকূলে ১০০ কোটি টাকার ঋণ বিতরণ বিষয়ক নীতিমালা ও নির্দেশিকা অনুমোদন করেছে ফাউন্ডেশনের পরিচালক পর্ষদ। ২১ মার্চ ২০২১ ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. মোঃ মাসুদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত পরিচালক পর্ষদের সভায় ১২০তম সভায় উল্লিখিত নীতিমালা ও নির্দেশিকা অনুমোদন করা হয়। নীতিমালায় বলা হয়েছে, করোনা মহামারীর কারণে গ্রামীণ ও প্রান্তিক পর্যায়ের ক্ষতিগ্রস্ত অতিক্ষুদ্র (মাইক্রো), ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের মধ্যে নিম্নবর্ণিত ক্যাটাগরির উদ্যোক্তাদের প্রাধান্য দেয়া হবে:

- যারা সরকারের প্রথম দফার প্রণোদনার আওতায় ঋণপ্রাপ্ত হননি;
- অগ্রাধিকারভূক্ত এসএমই সাব-সেক্টর এবং ক্লাস্টারের উদ্যোক্তা;
- নারী-উদ্যোক্তা;
- নতুন উদ্যোক্তা অর্থাৎ যারা এখনো ব্যাংক ঋণ পাননি;
- পশ্চাৎপদ ও উপজাতীয় অঞ্চলের উদ্যোক্তা;
- শারীরিকভাবে অক্ষম; এবং
- তৃতীয় লিঙ্গের উদ্যোক্তাগণ।

প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় উদ্যোক্তাগণ ৪% সুদে ঋণ পাবেন। গ্রাহক পর্যায়ে ঋণের পরিমাণ হবে সর্বনিম্ন ১ লাখ টাকা থেকে সর্বোচ্চ ৭৫ লাখ টাকা পর্যন্ত। ঋণ পরিশোধের সময়সীমা হবে সর্বোচ্চ ২ বছর, যা ৬ মাসের গ্রেস পিরিয়ডসহ সর্বোচ্চ ১৮টি সমান কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য হবে। তবে ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে সর্বোচ্চ ২৪টি সমান মাসিক কিস্তিতেও পরিশোধ করা যাবে।

সুনির্দিষ্ট কোন কারণ না থাকলে, ব্যাংকের চাহিদাকৃত ডকুমেন্টসহ 'সম্পূর্ণ/পরিপূর্ণ ঋণ আবেদনপত্র' ব্যাংকের নিকট দাখিলের ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে ঋণ মঞ্জুর করে গ্রাহকের অনুকূলে বিতরণের উদ্যোগ গ্রহণ করবে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক। সাধারণভাবে একক ও যৌথ মালিকানাধীন উদ্যোগের অনুকূলে ঋণ বিতরণ করা হবে। তবে প্রান্তিক ক্ষুদ্র, বিশেষ করে নারী-উদ্যোক্তাদের ঋণের আওতায় আনার লক্ষ্যে ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্ক ও ঐক্যমতের ভিত্তিতে সর্বোচ্চ ৫জন উদ্যোক্তার অনুকূলে গ্রুপভিত্তিক ঋণ বিতরণ করা যাবে।

এসএমই ফাউন্ডেশন অংশীদার ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে আলোচনা করে উদ্যোক্তাদের জন্য সুবিধাজনক এক/একাধিক শাখায় ফোকাল কর্মকর্তা নির্ধারণ করবে। উদ্যোক্তারা ফোকাল কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করবেন। ফোকাল কর্মকর্তা এসএমই ফাউন্ডেশন, ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় ও শাখা এবং উদ্যোক্তাদের সাথে সমন্বয় করবেন। ঋণের ক্ষেত্রে অভিযোগ থাকলে উদ্যোক্তারা এসএমই ফাউন্ডেশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত ফোকাল কর্মকর্তার সাথে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারবেন।

# পাটপণ্যের উদ্যোক্তাদের প্রণোদনা প্যাকেজের ঋণ বিতরণের লক্ষ্যে উদ্যোক্তা-ব্যাংকার ম্যাচমেকিং আয়োজন

এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২১ জুট ডাইভারসিফিকেশন প্রমোশন সেন্টার (জেডিপিসি)-এর সম্মেলন কক্ষে উদ্যোক্তাদের সাথে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের ঋণ ম্যাচমেকিং অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ মফিজুর রহমান। তিনি জানান, কোভিড-১৯ এর ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে সিএমএসএমই খাতের জন্য নতুন ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় পাটপণ্যের উদ্যোক্তাদের ঋণ দেবে এসএমই ফাউন্ডেশন। এ লক্ষ্যে এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের মাঝে প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় বরাদ্দকৃত অর্থ থেকে ঋণ বিতরণের প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছে। শিগগিরই জেডিপিসি'র সাথে এ বিষয়ে একটি সমঝোতা স্মারক সই করা হবে জানিয়ে তিনি আরো বলেন, প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় বরাদ্দ ৩০০ কোটি টাকার মধ্যে এসএমই ফাউন্ডেশন চলতি অর্থবছরে পাবে ১০০ কোটি টাকা আর বাকি ২০০ কোটি টাকা পাবে আগামী অর্থবছরে। অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি জেডিপিসি'র নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ আবুল কালাম এনডিসি বলেন, ক্ষুদ্র পরিসরে হলেও পাটপণ্যের উদ্যোক্তা তৈরির কাজ করছে জেডিপিসি। পাটপণ্যের রপ্তানি চলতি অর্থবছর এক বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যেতে পারে বলে আশা করেন তিনি।

পাটপণ্যের উদ্যোক্তাদের প্রণোদনা প্যাকেজের ঋণ বিতরণের লক্ষ্যে উদ্যোক্তা-ব্যাংকার ম্যাচমেকিং

দিনব্যাপী এই ঋণ ম্যাচমেকিং অনুষ্ঠানে সভায় ঋণ গ্রহণে আগ্রহী জেডিপিসি'র ৫৫জন উদ্যোক্তা এবং ফাউন্ডেশনের অংশীদার ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের এসএমই প্রধানসহ ৭০জন অংশগ্রহণ করেন।

# বগুড়ার শাঁওইল হ্যান্ডলুম শিল্প ক্লাস্টারের সংযোগ সড়ক উন্নয়নের কাজ শুরু করেছে স্থানীয় প্রশাসন

বগুড়া এসএমই ক্লাস্টারসমূহের উদ্যোক্তাবৃন্দের সাথে মতবিনিময় সভায় জেলা প্রশাসক, ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ

বগুড়ার শাঁওইল হ্যান্ডলুম শিল্প ক্লাস্টারের সংযোগ সড়ক (সংস্কারের পরে )

রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক কারখানার প্রায় শতভাগ বাতিল ঝুট কাপড় দিয়ে উন্নত মানের সুয়েটার, মাফলার, কম্বল, চাদর, বেডশিটসহ বিভিন্ন দৃষ্টিনন্দন ও মানসম্মত পণ্য তৈরি করে ইতোমধ্যে দেশজুড়ে পরিচিত বগুড়ার শাঁওইল হ্যান্ডলুম ক্লাস্টার। দেশের প্রায় ৫৫টি জেলার সাথে এ ক্লাস্টারের ব্যবসা বাণিজ্য বিদ্যমান রয়েছে। ক্লাস্টারের পণ্য কুষ্টিয়া, সিরাজগঞ্জ, গাইবান্ধা, টাঙ্গাইল, সিলেট, নরসিংদী, চট্টগ্রাম, ঢাকাসহ বিভিন্ন জায়গায় বিক্রয়ের জন্য সরবরাহ করা হয় এবং সুতা ডাইং এর জন্য পাবনা, সিরাজগঞ্জসহ অন্যান্য স্থানে পণ্য আনা-নেয়া করতে হয়। তবে বগুড়ার মুরইল থেকে শাঁওইল শিল্প ক্লাস্টার পর্যন্ত রাস্তাটি সরু ও চলাচলের অনুপযোগী হওয়ায় ক্লাস্টারের পণ্য পরিবহন এবং যানবাহন চলাচলে সমস্যা হত। এই পরিস্থিতিতে সার্বিক অবস্থা নিরূপণের লক্ষ্যে ২৩ জানুয়ারি ২০২১ এসএমই ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা এবং গণমাধ্যমকর্মীদের একটি প্রতিনিধিদল বগুড়া সংলগ্ন শাওইল হ্যান্ডলুম ক্লাস্টার পরিদর্শন করে এবং ২৪ জানুয়ারি ২০২১ 'উদ্যোক্তাদের বর্তমান সমস্যা ও ভবিষ্যত করণীয়' বিষয়ে মতবিনিময় সভার আয়োজন করে। বগুড়ার জেলা প্রশাসক মোঃ জিয়াউল হকের সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ মফিজুর রহমান, এসএমই ফাউন্ডেশনের পরিচালক রাশেদুল করীম মুন্না, মহাব্যবস্থাপক ফারজানা খান, বগুড়া হালকা প্রকৌশল এবং শাঁওইল হ্যান্ডলুম ক্লাস্টার প্রতিনিধি বাংলাদেশ ব্যাংক, বিটাক, নাসিব, বগুড়া চেম্বার, মাইডাস ফাইন্যান্স, ব্যাংক এশিয়া, এসএমই ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার ঢাকা ও স্থানীয় কার্যালয়ের সাংবাদিকগণ। মতবিনিময় সভায় ক্লাস্টারের উদ্যোক্তাদের সমস্যা এবং তাদের ব্যবসার উন্নয়নে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করা হয়। তাদের দাবিসমূহের মধ্যে ছিল, মুরইল হতে শাঁওইল পর্যন্ত রাস্তা প্রশস্ত ও সংস্কার এবং শাঁওইল বাজারে পণ্য প্রদর্শনের জন্য একটি স্থায়ী শেড নির্মাণ। জেলা প্রশাসক তাৎক্ষণিকভাবে রাস্তাটি প্রশস্তকরণের আশ্বাস প্রদান করেন এবং শাঁওইল বাজারে শেড নির্মাণের জন্য উপজেলা প্রশাসনকে নির্দেশনা প্রদান করেন। ইতোমধ্যে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর মুরইল হতে শাঁওইল পর্যন্ত রাস্তাটি সংস্কারের কাজ শুরু করেছে। উদ্যোক্তারা আশা করছেন, রাস্তাটি সংস্কারের ফলে দীর্ঘদিনের সমস্যা সমাধান হবে এবং ক্লাস্টারটির উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান তরান্বিত হবে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে গতি আসবে।

এক সময়ে শাঁওইল হ্যান্ডলুম ক্লাস্টারে এক সময় শুধু গামছা উৎপাদন ও বিক্রয় করা হলেও ৮০'র দশক থেকে হস্তচালিত তাঁত এর মাধ্যমে স্যুয়েটার, মাফলার, চাঁদর ও বেডশিট উৎপাদন শুরু হয়। উন্নত প্রযুক্তি ছাড়াই এখানকার দক্ষ তাঁতীরা দেশীয় মৌলিক যন্ত্রের সাহায্যে পণ্য তৈরি করে থাকে। ২০১৪ সাল থেকে এ ক্লাস্টার উন্নয়নে এসএমই ফাউন্ডেশন কার্যক্রম শুরু করে। উদ্যোক্তাদের চাহিদার প্রেক্ষিতে শাঁওইল হ্যান্ডলুম শিল্প ক্লাস্টারের উৎপাদিত পণ্যের ডিজাইন উন্নত করার লক্ষ্যে এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে 'প্রোডাক্ট ডিজাইন ডেভেলপমেন্ট' প্রশিক্ষণ এবং ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ঋণ বিতরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এসএমই ফাউন্ডেশনের প্রচেষ্টায় শাঁওইল হ্যান্ডলুম ক্লাস্টারের উদ্যোক্তারা উৎপাদনে নতুন প্রযুক্তির ব্যবহার এবং প্রশিক্ষণলব্ধ ডিজাইনের মাধ্যমে পণ্যের ডিজাইন এবং গুনগত মানে আমূল পরিবর্তন আনয়নের মাধ্যমে রপ্তানীর সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

# প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়নে বিভিন্ন ক্লাস্টার ও সেক্টর প্রতিনিধিবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা সভা

কোভিড-১৯ প্রেক্ষাপটে কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোক্তাদের (CMSME) সক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখা এবং শিল্প কারখানায় নিয়োজিত জনবলকে কাজে বহাল রাখার উদ্দেশ্যে সিএমএসএমই খাতের উদ্যোক্তাদের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দুই দফা প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেন। ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় সম্ভাবনাময় ক্লাস্টার ও সেক্টরের ক্ষতিগ্রস্ত উদ্যোক্তাদের মাঝে ঋণ বিতরণ ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে ০৬ জানুয়ারি ২০২১ অনলাইনে আলোচনা সভার আয়োজন করে এসএমই ফাউন্ডেশন। প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় ঋণ প্রাপ্তির নিয়মাবলী, ঋণ বিতরণ অবস্থা, ঋণ প্রাপ্তিতে উদ্যোক্তাবৃন্দ কী ধরনের প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হচ্ছেন এবং উত্তরণের সম্ভাব্য পন্থা নিয়ে সভায় আলোচনা করা হয়। ফাউন্ডেশনের মহাব্যবস্থাপক মোঃ নাজিম হাসান সাত্তার এর সঞ্চালনায় বিভিন্ন ক্লাস্টার ও সেক্টরের প্রতিনিধিগণ সভায় অংশগ্রহণ করেন।

প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়নে বিভিন্ন ক্লাস্টার ও সেক্টর প্রতিনিধিবৃন্দের সঙ্গে আলোচনা সভায় উপস্থিত অতিথিবৃন্দের একাংশ

# ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোক্তাদের 'অনলাইন ব্যবসা পরিচালনায় দক্ষতা উন্নয়ন' প্রশিক্ষণ

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বর্তমান বিশ্ব অর্থনীতিতে ডিজিটাল কমার্স ক্রমবর্ধমান ব্যবসায়িক কৌশল এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য একটি শক্তিশালী মাধ্যম। ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাগণ ডিজিটাল কমার্স সুবিধা ব্যবহার করে দেশে-বিদেশে উৎপাদিত পণ্য/সেবা বিপণন করতে পারছেন। পণ্যের কাঁচামাল সংগ্রহ থেকে শুরু করে বাজারজাতকরণ পর্যন্ত সবকিছু ডিজিটাল কমার্স এর সুবিধা ব্যবহার করে নির্ভুলভাবে করা সম্ভব। এসএমই ফাউন্ডেশন সরকারের লক্ষ্যে 'রূপকল্প ২০২১: ডিজিটাল বাংলাদেশ' বাস্তবায়নে জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা এবং জাতীয় ডিজিটাল কমার্স নীতিমালা এর আলোকে উদ্যোক্তাদের অনলাইন ব্যবসায় দক্ষতা বৃদ্ধিতে ডিজিটাল কমার্স বিষয়ক প্রশিক্ষণসহ অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের ডিজিটাল কমার্স ব্যবসার সাথে পরিচিতিকরণ ও অভ্যস্ত করার লক্ষ্যে ফাউন্ডেশন এ বিষয়ে দেশব্যাপী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে এসএমই ফাউন্ডেশন। উদ্যোক্তাগণ এসব প্রশিক্ষণ থেকে ডিজিটাল কমার্সের প্রয়োজনীয়তা ও ব্যবসা প্রসার উপযোগী বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে ব্যবহারিক ধারণা লাভ করছেন। বর্তমান করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলায় এসএমই ফাউন্ডেশন জানুয়ারি-মার্চ ২০২১ এ এসএমই উদ্যোক্তাদের অনলাইন ব্যবসা ই-কমার্স বিষয়ে দক্ষ করার লক্ষ্যে অনলাইনে ৭টি এবং কিশোরগঞ্জে ১টি প্রশিক্ষণ আয়োজন করেছে। এসব প্রশিক্ষণে ১৬০জন উদ্যোক্তা অংশগ্রহণ করেন। এসব প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের পর উদ্যোক্তারা সহজেই এবং দ্রুততার সাথে বিশ্বব্যাপী এসএমই পণ্যের প্রচার, প্রসার এবং পণ্যের বাজারজাতকরণ করতে পারছেন। এসএমই ফাউন্ডেশন পরিচালিত প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য ফাউন্ডেশনের প্রশিক্ষণ বিষয়ক পোর্টাল (http://hrd.smef.gov.bd/) এবং ভেরিফাইড ফেসবুক পেজ (https://www.facebook.com/SME.Foundation.bd) এ পাওয়া যাবে।

করোনার দ্বিতীয় ঢেউ মোকাবেলার প্রস্তুতি নিয়ে নারী-উদ্যোক্তাদের সাথে মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

এক নজরে প্রশিক্ষণসমূহ:

| প্রশিক্ষণের নাম | প্রশিক্ষণ সংখ্যা | প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা |
|---|---|---|
| How to Start E-Commerce | ০৬ | ১২০ |
| Social Commerce for SMEs | ০১ | ২০ |
| Digital Marketing for SMEs | ০১ | ২০ |

# এসএমই খাতের উন্নয়নে ২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেটের জন্য এসএমই ফাউন্ডেশনের ৬৩টি প্রস্তাব

জাতীয় শিল্পনীতি ২০১৬ ও এসএমই নীতিমালা ২০১৯ বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে এসএমই খাতের টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রতি বছর জাতীয় বাজেটে বিবেচনার জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)-এর কাছে এসএমই বান্ধব বাজেট প্রস্তাবনা উপস্থাপন করে এসএমই ফাউন্ডেশন। ২৩ মার্চ ২০২১ অনলাইনে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) এর সাথে প্রাক-বাজেট সভায় ট্যাক্স, ভ্যাট, শুল্ক ও আর্থিক প্রণোদনা বিষয়ে ৬৩টি প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয়। এতে কাস্টমস বিষয়ে ৩১টি, মূসক বিষয়ে ১১টি এবং আয়কর বিষয়ে ২১টি প্রস্তাব রয়েছে। এসএমই ফাউন্ডেশন উত্থাপিত প্রস্তাবসমূহ সর্বোচ্চ বিবেচনা করা হবে মর্মে সভায় আশ্বাস দিয়েছেন এনবিআর চেয়ারম্যান আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম। সেই সাথে এসব প্রস্তাবনার মাধ্যমে যাতে প্রকৃত এসএমই উদ্যোক্তারা সুবিধা পান, সেই বিষয়ে গুরুত্ব প্রদানের জন্য এনবিআর-এর সদস্যদেরকে নির্দেশনা প্রদান করেন তিনি। উল্লেখ্য, ২৩ ফেব্রুয়ারি ও ০৭ মার্চ ২০২১ এসএমই অ্যাসোসিয়েশন ও ট্রেড বডি'র প্রতিনিধিদের সাথে ২টি যৌক্তিকীকরণ সভার মাধ্যমে ৬৮টি প্রস্তাব চূড়ান্ত করা হয়। এসএমই উদ্যোক্তাদের নগদ সহায়তা বিষয়ক ৫টি প্রস্তাব প্রেরণ করা হবে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে।

২০১১-১২ থেকে ২০২০-২১ অর্থবছর পর্যন্ত এসএমই ফাউন্ডেশন হতে প্রেরিত

অনলাইনে আয়োজিত এসএমই খাতের উন্নয়নে ২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেটের জন্য স্টেকহোল্ডারদের সভায় উপস্থিতির একাংশ.

৩২৮টি প্রস্তাবনার মধ্যে ৫৭টি পূর্ণাঙ্গ বা আংশিক জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক গৃহীত হয়েছে এবং জাতীয় বাজেটে প্রতিফলিত হয়েছে। সেই ধারাবাহিকতায় ২০২১-২২ অর্থবছরের জন্য এসএমই খাত সংশ্লিষ্ট ১৫টি অ্যাসোসিয়েশন/ট্রেডবডি'র কাছ থেকে শতাধিক প্রস্তাবনা পাওয়া যায়।

## ফাউন্ডেশন কর্তৃক ভৈরব পাদুকা শিল্প ক্লাস্টার পরিদর্শন ও মতবিনিময় সভা আয়োজন

২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২১ কিশোরগঞ্জের ভৈরব পাদুকা শিল্প ক্লাস্টার পরিদর্শন এবং উদ্যোক্তাদের সাথে মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ মফিজুর রহমান, মহাব্যবস্থাপক মোঃ সিরাজুল হায়দার এনডিসি, সহকারী মহাব্যবস্থাপক আবু মঞ্জুর সাঈফ এবং উপব্যবস্থাপক অসীম কুমার হালদার। মতবিনিময় সভায় ক্লাস্টারের প্রতিনিধিগণ বর্তমান পরিস্থিতি এবং করোনাকালীন সংকট থেকে উত্তরণের জন্য এসএমই ফাউন্ডেশনের নিকট তাঁদের চাহিদা তুলে ধরেন। ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ মফিজুর রহমান ভৈরব পাদুকা শিল্প ক্লাস্টারের উন্নয়নে এসএমই ফাউন্ডেশনের ভবিষ্যত পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করেন এবং করোনা পরিস্থিতিতে ব্যবসার স্বাভাবিক রাখতে উৎপাদিত পণ্যের বহুমুখীকরণ এবং বিকল্প বাজারজাতকরণ পদ্ধতি অবলম্বনের পরামর্শ প্রদান করেন।

ভৈরব পাদুকা শিল্প ক্লাস্টার পরিদর্শন ও মতবিনিময় সভা

## গাইবান্ধা হোসিয়ারি ক্লাস্টারে 'Marketing Techniques' প্রশিক্ষণ

গাইবান্ধা হোসিয়ারি ক্লাস্টারে 'Marketing Techniques' প্রশিক্ষণ

২৩-২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২১ গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ হোসিয়ারি ক্লাস্টারে 'Marketing Techniques' প্রশিক্ষণের আয়োজন করে এসএমই ফাউন্ডেশন। প্রশিক্ষণে উৎপাদিত পণ্যের সফল বিপণন পদ্ধতি, বর্তমান বাজার ব্যবস্থা, অনলাইন বিপণন মাধ্যম এবং হোসিয়ারি পণ্য বাজারজাতকরণের সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে আলোচনা করা হয়। বিশেষ করে করোনা মহামারীতে বাজারে পণ্যের চাহিদা কম থাকায় সংকটময় অবস্থায় বিকল্প বাজারজাতকরণ, অনলাইন বাজারজাতকরণ বিষয়ে প্রশিক্ষণে উদ্যোক্তাদের ধারণা প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণের শুরুতে করোনা প্রতিরোধে করণীয় এবং অগ্নি নিরাপত্তা নিশ্চিতের বিষয়েও আলোচনা করা হয়। প্রশিক্ষণে ২০জন উদ্যোক্তা অংশগ্রহণ করেন।

## পাবনা লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং ক্লাস্টারে 'Basic Accounting' প্রশিক্ষণ

উদ্যোক্তাদের বেসিক অ্যাকাউন্টিং, ভাউচার, জার্নাল, খাতা এবং ট্রায়াল ব্যালেন্সের মতো অ্যাকাউন্টিং রেকর্ড সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা দেয়ার লক্ষ্যে ০৭-০৯ মার্চ ২০২১ পাবনা লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং ক্লাস্টারে 'Basic Accounting' প্রশিক্ষণের আয়োজন করে এসএমই ফাউন্ডেশন। বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প মালিক সমিতি, পাবনা এর সহযোগিতায় প্রশিক্ষণে উদ্যোক্তাদের ব্যবসার হিসাব ব্যবস্থাপনা ও সঠিক হিসাবরক্ষণ বিষয়ে ধারণা প্রদান করা হয়। এছাড়া উদ্যোক্তাদের করোনা মোকাবেলায় এবং অগ্নি-নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে করণীয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। ৩ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণে ২১জন উদ্যোক্তা অংশগ্রহণ করেন।

পাবনা লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং ক্লাস্টারে 'Basic Accounting' প্রশিক্ষণ

## ক্লাস্টার প্রতিনিধিদের সাথে মতবিনিময় সভা আয়োজন

ক্লাস্টার প্রতিনিধিদের সাথে মতবিনিময় সভায় উপস্থিতির একাংশ

৪ ফেব্রুয়ারি ২০২১ ক্লাস্টার প্রতিনিধিদের সাথে মতবিনিময় সভার আয়োজন করে এসএমই ফাউন্ডেশন। ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ মফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে অনলাইনে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন ফাউন্ডেশনের মহাব্যবস্থাপক ফারজানা খান, মোঃ সিরাজুল হায়দার, উপমহাব্যবস্থাপক মোঃ আব্দুস সালাম সরদার। সভায় ক্লাস্টারের উদ্যোক্তাগণ করোনাকালীন সময়ে তাদের ব্যবসার সার্বিক পরিস্থিতি তুলে ধরেন। পরে করোনার এই সংকটময় পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য উদ্যোক্তাদের করণীয় এবং এসএমই ফাউন্ডেশনের ভবিষ্যত পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করেন ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ মফিজুর রহমান। মতবিনিময় সভায় ২১টি ক্লাস্টারের ২৮জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

## মৌলভীবাজার আগর-আতর ক্লাস্টারে 'VAT and Tax Procedures' বিষয়ক প্রশিক্ষণ

২৫-২৭ জানুয়ারি ২০২১ মৌলভীবাজারের সুজানগরের আগর-আতর ক্লাস্টারে 'VAT and Tax Procedures' প্রশিক্ষণের আয়োজন করে এসএমই ফাউন্ডেশন। প্রশিক্ষণে উদ্যোক্তাদেরকে সরাসরি পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে ভ্যাট, ট্যাক্স বিষয়ে ধারণা প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বড়লেখা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শামীম আল ইমরান। আগর-আতর ক্লাস্টারটি মূলতঃ রপ্তানিনির্ভর ক্লাস্টার। এই ক্লাস্টারে উৎপাদিত আতরের প্রায় শতভাগ মধ্যপ্রাচ্য, ভারতসহ বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হয়ে থাকে। তিন দিনব্যাপী এই প্রশিক্ষণে ২০জন উদ্যোক্তা অংশগ্রহণ করেন।

মৌলভীবাজার আগর-আতর ক্লাস্টারে 'VAT and Tax Procedures' প্রশিক্ষণ

## নারী-উদ্যোক্তাদের জন্য Business Planning & Effective Communication প্রশিক্ষণ আয়োজন

এসএমই ফাউন্ডেশনের নিয়মিত কার্যক্রম বাস্তবায়নে বিভিন্ন ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সমঝোতা রয়েছে। এই সমঝোতা চুক্তির আওতায় এসএমই ফাউন্ডেশন এবং আইডিএলসির যৌথ উদ্যোগে ০৬-০৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১ বগুড়ায়, ০৯-১১ ফেব্রুয়ারি ২০২১ নাটোরে এবং ১৩-১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২১ রাজশাহীতে Business Planning & Effective Communication বিষয়ে তিন দিনব্যাপি প্রশিক্ষণ আয়োজিত হয়। প্রশিক্ষণ ৩টি আইডিএলসি কনফারেন্স রুম বগুড়া, সাহারা চাইনিজ রেস্টুরেন্ট অ্যান্ড ট্রেনিং সেন্টার, কানাইখালী, নাটোর এবং পর্যটন মোটেল সম্মেলন কক্ষ, সদর রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত হয়। ব্যবসায় পরিকল্পনা, ব্যবসা বাছাই ও লক্ষ্য নির্ধারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া ও উৎপাদন পরিকল্পনার বিভিন্ন মডেল আলোচনা, বাজার ও বিপণন ব্যবস্থা বিষয়ে ধারণা, আর্থিক ধারণা ও পরিকল্পনা, ব্যবসায়িক ধারণা বাছাই ও নির্বাচন (ম্যাক্রো/ মাইক্রো স্ক্রিনিং), বাজার জরিপ চেকলিষ্ট, ব্যবসায় পরিকল্পনার প্রাথমিক ধারণা, ব্যবসায় পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং ব্যবসায় পরিকল্পনা উপস্থাপন ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণার্থীদের বিস্তারিত ধারণা প্রদান করা হয়। ঋণ আবেদন প্রক্রিয়া বিশেষত করোনা প্রণোদনা প্যাকেজ থেকে ঋণপ্রাপ্তি সহজীকরণ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয় প্রশিক্ষণসমুহে। প্রশিক্ষণে ফাউন্ডেশনের সহকারী মহাব্যবস্থাপক মুহাম্মদ মাসুদুর রহমানসহ উভয় প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। বগুড়ায় এএসএম সরোয়ার

'Business Planning & Effective Communication' প্রশিক্ষণ

আলম এবং মিসেস সাঈদা আফরোজ, নাটোরে মাহফুজুল হক এবং এএসএম সরোয়ার আলম, রাজশাহীতে মাহফুজুল হক এবং মিসেস সাঈদা আফরোজ প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। প্রশিক্ষণসমূহে মোট ৭০জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী ও সমাপনী অনুষ্ঠানে আইডিএলসি ফাইন্যান্স লি. এবং এসএমই ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

## এসএমই সংশ্লিষ্ট ট্রেডবডি'র কর্মকর্তাদের জন্য 'আইসিটি ব্যবহারে দক্ষতা উন্নয়ন' কর্মশালা অনুষ্ঠিত

এসএমই সংশ্লিষ্ট ট্রেডবডি'র কর্মকর্তাদের জন্য 'আইসিটি ব্যবহারে দক্ষতা উন্নয়ন' কর্মশালা

এসএমই খাতের সার্বিক উন্নয়নের অন্যতম প্রধান পূর্বশর্ত অ্যাসোসিয়েশন, ট্রেডবডি ও চেম্বারের সক্ষমতা বৃদ্ধি। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নানা উপায় ব্যবহার করে এসএমই উদ্যোক্তারা আইসিটিবান্ধব হয়ে তাদের ব্যবসা সম্প্রসারণ ও টেকসই করতে পারছেন। ৩১ জানুয়ারি ২০২১ এসএমই সংশ্লিষ্ট অ্যাসোসিয়েশন এবং তাদের কর্মকর্তাদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি কার্যক্রমের লক্ষ্যে অনলাইনে 'অফিস ও ব্যবসা ব্যবস্থাপনায় আইসিটি ব্যবহার' কর্মশালার আয়োজন করে এসএমই ফাউন্ডেশন। দিনব্যাপী কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে অ্যাসোসিয়েশনের অফিস ব্যবস্থাপনায় আইসিটি টুলস ব্যবহার, উদ্যোক্তাদের ব্যবসা অনলাইনে অন্তর্ভুক্তকরণের প্রক্রিয়া সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারণা দেয়া হয়। কর্মশালায় ঢাকা, ময়মনসিংহ ও বরিশাল বিভাগের ১০টি চেম্বার এবং অ্যাসোসিয়েশনের ২০জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

## নারী-উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে 'এসো উদ্যোক্তা হই' কর্মশালা আয়োজন

১১ ফেব্রুয়ারি ২০২১ নারী-উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে অনলাইনে 'এসো উদ্যোক্তা হই' কর্মশালার আয়োজন করে এসএমই ফাউন্ডেশন। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে উদ্যোক্তা হতে আগ্রহীরা জুম প্লাটফর্মের মাধ্যমে কর্মশালায় যুক্ত হন। কর্মশালায় ৪জন প্রতিষ্ঠিত উদ্যোক্তা এফএম প্লাষ্টিকস-এর স্বত্তাধিকারী, গাজী তৌহিদুর রহমান, ব্রাইডাল ক্রিয়েশনস-এর স্বত্তাধিকারী মিসেস আবিদা সুলতানা, ইনডেট গ্রুপ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক আল শাহরিয়ার আহমেদ এবং পঞ্চরঙ-এর প্রতিষ্ঠাতা মিজ সাদিকা তাসনীম অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে নিজেদের সফলতার গল্প উপস্থাপন করেন এবং তাদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন। কর্মশালায় প্রধান অতিথি ছিলেন ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ মফিজুর রহমান। ফাউন্ডেশনের নারী-উদ্যোক্তা উন্নয়ন উইং এর মহাব্যবস্থাপক ফারজানা খান এবং সহকারী মহাব্যবস্থাপক মুহাম্মদ মাসুদুর রহমান, ব্যবস্থাপক মোছাঃ নাজমা খাতুন কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন।

নারী-উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে 'এসো উদ্যোক্তা হই' কর্মশালা

## Export Competitiveness for Jobs (EC4J) Project এর প্রতিনিধিদের মতবিনিময় সভা

১৩ জানুয়ারি ২০২১ এসএমই ফাউন্ডেশন এবং Export Competitiveness for Jobs (EC4J) Project এর প্রতিনিধিদের মধ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতের উন্নয়ন নিয়ে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ মফিজুর রহমান এর সভাপতিত্বে মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন ফাউন্ডেশনের মহাব্যবস্থাপক ফারজানা খান। সভায় এসএমই ফাউন্ডেশনের সাথে যৌথ উদ্যোগে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, পাদুকা শিল্প, হালকা প্রকৌশল শিল্প, প্লাস্টিক শিল্পের উন্নয়ন এবং রপ্তানি বৈচিত্রকরণ নিয়ে আলোচনা করা হয়। উল্লেখ্য, রপ্তানি-কেন্দ্রিক ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পের উন্নয়ন, রপ্তানি বৈচিত্রকরণ এবং তৈরি পোশাক খাত বহির্ভূত খাতসমূহের প্রবৃদ্ধি এবং প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করছে সরকারের ছয় বছর মেয়াদী Export Competitiveness for Jobs (EC4J) প্রকল্প।

Export Competitiveness for Jobs (EC4J) Project এর প্রতিনিধিদের মতবিনিময় সভা

# ‘Preparation for Access to Finance Focused on Stimulus Package for SMEs’ সেমিনার

ব্যাংক ঋণ প্রাপ্তি সহজীকরণের লক্ষ্যে বিশেষতঃ করোনার ক্ষতি মোকাবেলায় সরকার ঘোষিত প্রণোদনা প্যাকেজ থেকে ঋণ প্রাপ্তির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারি নারী-উদ্যোক্তাদের জন্য ‘Preparation for Access to Finance Focused on Stimulus Package for SMEs’ বিষয়ে সেমিনারের আয়োজন করে এসএমই ফাউন্ডেশন। ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১-০২ মার্চ ২০২১ অনলাইনে আয়োজিত সেমিনারে ঋণ প্রাপ্তির পূর্বশর্ত হিসেবে পরিকল্পিত ব্যবসায়িক করণীয় নির্ধারণ, হিসাব রক্ষণ (Book Keeping) ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা, উৎপাদন প্রক্রিয়া ও উৎপাদন পরিকল্পনার বিভিন্ন মডেল আলোচনা, বাজার ও বিপণন ব্যবস্থা বিষয়ে ধারণা, আর্থিক ধারণা ও পরিকল্পনা, বাজার জরিপ চেকলিষ্টসহ বিভিন্ন বিষয়ে উদ্যোক্তাদের ধারণা প্রদান করা হয়। পাশাপাশি ঋণ আবেদন প্রক্রিয়া বিশেষত করোনা প্রণোদনা প্যাকেজ থেকে ঋণ প্রাপ্তির জন্য করণীয় ও বর্জনীয় বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

সেমিনারে রিসোর্স পার্সন ছিলেন মাহফুজুল হক এবং এসএমই ফাউন্ডেশনের সহকারী মহাব্যবস্থাপক সুমন চন্দ্র সাহা। সেমিনারের সমাপনী অনুষ্ঠানে যুক্ত হন এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ মফিজুর রহমান এবং মহাব্যবস্থাপক ও নারী-উদ্যোক্তা উন্নয়ন উইং’র প্রধান ফারজানা খান।

# এসএমই ক্লাস্টারের ‘উন্নয়ন চাহিদা নিরূপণ’ প্রতিবেদন

এসএমই ফাউন্ডেশন দেশব্যাপী ১৭৭টি ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ক্লাস্টার চিহ্নিত করে উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ক্লাস্টারসমূহে বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। সেই ধারাবাহিকতায় দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থিত ক্লাস্টারসমূহের উন্নয়ন চাহিদা নিরূপণ করে পর্যায়ক্রমে উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হয়। ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে সম্প্রতি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং বিভাগের মাধ্যমে সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর হ্যান্ডলুম ক্লাস্টার, নাটোরের লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং ক্লাস্টার, এবং পাবনার সাঁথিয়ার হ্যান্ডলুম ক্লাস্টারের উন্নয়ন চাহিদা নিরূপণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। ১৫ মার্চ ২০২১ এসএমই ফাউন্ডেশনের সম্মেলন কক্ষে ৩টি ক্লাস্টারের Needs Assessment এর Final Report উপস্থাপন করেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং বিভাগের অধ্যাপক ড. মোঃ শাহ আজম। অনুষ্ঠানে ক্লাস্টারসমূহের উন্নয়ন চাহিদা নিরূপণের চূড়ান্ত প্রতিবেদনের ওপর মতামত প্রদান করেন এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ মফিজুর রহমান, মহাব্যবস্থাপকগণ এবং ফাউন্ডেশনের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

# ‘বেকারি শিল্পে সঠিক উৎপাদন রীতি অনুশীলন’ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

বরিশালে প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও জেলা প্রশাসক, বরিশাল

স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ ও পদ্ধতি অবলম্বন করে ‘বেকারি শিল্পে সঠিক উৎপাদন রীতি অনুশীলন’ প্রশিক্ষণ

বেকারি শিল্পে নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনে দেশব্যাপী উদ্যোক্তাদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২৩-২৫ মার্চ ২০২১ বরিশাল এবং জয়পুরহাটে ‘বেকারি শিল্পে সঠিক উৎপাদন রীতি অনুশীলন প্রশিক্ষণের আয়োজন করে এসএমই ফাউন্ডেশন। প্রশিক্ষণে স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ ও পদ্ধতি অবলম্বন করে নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনের ব্যবস্থাপনা, পণ্য প্রস্তুত, সংরক্ষণ ও সরবরাহ করার সময় ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা, কারখানার অভ্যন্তরীন ও বাহ্যিক পরিবেশ, প্রসেস লাইনের পরিচ্ছন্নতা, খাবারের মেয়াদ ও মান বিষয়ে উদ্যোক্তাদের ক্লাসরুম লেকচার ও ব্যবহারিক ডেমন্সট্রেশনের মাধ্যমে ধারণা প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণের শেষ দিন বিএসটিআই-এর প্রতিনিধি নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনে বিএসটিআই কর্তৃক প্রণীত বিধি-বিধান নিয়ে আলোচনা করেন। বরিশালে আয়োজিত প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ মফিজুর রহমান। সভাপতিত্ব করেন বরিশাল জেলা প্রশাসক জসীম উদ্দীন হায়দার। প্রশিক্ষণার্থীদের একটি কারখানা সরেজমিন পরিদর্শনের মাধ্যমে Good Manufacturing Practice বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা হয়। ৫৮জন বেকারি উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ দু’টিতে অংশগ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, ফাউন্ডেশন হতে প্রায় ৬৫০জন বেকারি উদ্যোক্তা/প্রতিনিধিকে Good Manufacturing Practice বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

# এসএমই অ্যাডভাইজারি সার্ভিস সেন্টারে উদ্যোক্তাদের সেবা প্রদান

এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে অ্যাডভাইজারি সার্ভিস সেন্টারের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের ব্যবসা সংক্রান্ত পরামর্শ ও তথ্য সহায়তা প্রদান করা হয়। এই সেন্টারের মাধ্যমে উদ্যোক্তারা টেকনোলজি, ক্যাপাসিটি বিল্ডিং, মার্কেটিং, বিজনেস স্টার্টআপ, অর্থায়ন এবং অন্যান্য বিষয়ে তথ্য ও পরামর্শ সেবা পেয়ে থাকেন।

জানুয়ারি-মার্চ ২০২১ সময়ে এসএমই অ্যাডভাইজারি সার্ভিস সেন্টারে আগত উদ্যোক্তাগণ বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে নিম্নরূপ তথ্য ও পরামর্শ সেবা পেয়েছেন:

| তথ্য/সার্ভিস ক্যাটাগরি | বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে সুবিধাপ্রাপ্ত উদ্যোক্তা | অ্যাডভাজইজারি সার্ভিস সেন্টারে আগত মোট উদ্যোক্তার সংখ্যা |
|---|---|---|
| টেকনোলজি | ০২ | ১১৫ |
| ক্যাপাসিটি বিল্ডিং | ৭২ | |
| মার্কেটিং | ৬৬ | |
| বিজনেস স্টার্টআপ | ৩২ | |
| অর্থায়ন | ৫২ | |
| অন্যান্য | ৫২ | |
| মোট | ২৭৬ | |

## এসএমই ফাউন্ডেশন-এটুআই সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

দক্ষতা উন্নয়ন, কর্মসংস্থান তৈরি এবং উদ্যোক্তা উন্নয়নে সহযোগিতার ক্ষেত্র সম্প্রসারিত করার জন্য এসএমই ফাউন্ডেশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের এটুআই, আইসিটি বিভাগ-এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২১ এসএমই ফাউন্ডেশনের পক্ষে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ মফিজুর রহমান এবং এটুআই-এর পক্ষে স্বাক্ষর করেন প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) ড. মোঃ আব্দুল মান্নান (পিএএ)। ফাউন্ডেশনের পরিচালনা পর্ষদের সদস্য ইসমাত জেরিন খান সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

সমঝোতা স্মারকের আওতায় দেশের এসএমই খাতের উন্নয়নে উভয় পক্ষ নিম্নলিখিত ক্ষেত্রসমূহে পরস্পরকে সহযোগিতা প্রদান করবে:

- সেমিনার, ওয়ার্কশপ, প্রশিক্ষণ, মেলা আয়োজনে পলিসি সহায়তা;
- কোভিড-১৯ পরবর্তীতে স্বল্প মেয়াদি প্রশিক্ষণ কারিকুলাম তৈরি এবং প্রশিক্ষণ আয়োজন;
- নারী-উদ্যোক্তাদের অগ্রাধিকার প্রদান করে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ আয়োজন;
- চতুর্থ শিল্প বিপ্লব বিষয়ক বিভিন্ন কর্মসূচি আয়োজন;
- এসএমই পণ্যের বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে 'অনলাইন মার্কেট প্ল্যাটফর্ম' তৈরি করা; এবং
- ডিজিটাল সেন্টারসমূহকে কাজে লাগিয়ে এসএমই ডেটাবেজ তৈরি।

এসএমই ফাউন্ডেশন-এটুআই সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দ

উল্লেখ্য, যৌথভাবে 'নারী আইসিটি ফ্রী-ল্যান্সার এবং উদ্যোক্তা উন্নয়ন কর্মসূচি' বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এসএমই ফাউন্ডেশন এবং এটুআই-এর মধ্যে ১০ ডিসেম্বর ২০১৪ সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়, যার মেয়াদ শেষ হয় ২০১৮ সালে। উক্ত সমঝোতা স্মারকের ক্ষেত্র সম্প্রসারণের লক্ষ্যে নতুন এই সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা হয়েছে।

## এসএমই ফাউন্ডেশন- TFO Canada সমঝোতা স্মারক সাক্ষর

Trade Facilitation Office Canada (TFO Canada) কানাডাভিত্তিক একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি আন্তর্জাতিকভাবে বাণিজ্য উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় TFO Canada বাংলাদেশসহ আফ্রিকা, এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য, আমেরিকা এবং ক্যারিবিয়ান অঞ্চলের ২৪টি দেশের নারী-উদ্যোক্তাদের রপ্তানি বাণিজ্যে অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে পাঁচ বছর মেয়াদি Women in Trade for Inclusive and Sustainable Growth (WITISG) প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশে WITISG প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এসএমই ফাউন্ডেশনকে বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসেবে নির্ধারণের জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয় TFO Canada কে পরামর্শ প্রদান করে। এলক্ষ্যে ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২১ এসএমই ফাউন্ডেশন TFO Canada এর সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করে। এসএমই ফাউন্ডেশনের পক্ষে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ মফিজুর রহমান এবং TFO Canada এর পক্ষে স্বাক্ষর করেন নির্বাহী পরিচালক ষ্টিভ পিটম্যান। পাঁচ বছর মেয়াদী সমঝোতা স্মারকের আওতায় রপ্তানিযোগ্য পাটজাত পণ্য এবং কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য অনুসন্ধানে গবেষণা পরিচালনা করা হবে। এছাড়া ১২০জন নারী-উদ্যোক্তাকে 'বহুমুখী পাটজাত পণ্য এবং কৃষি প্রক্রিয়াজত পণ্য রপ্তানি' প্রশিক্ষণ, প্রকল্প বাস্তবায়নে সহযোগী সংস্থার ফোকাল পার্সনদের প্রশিক্ষণ, ট্রেড মিশনে অংশগ্রহণ এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অন্তত ৩০জন নারী-উদ্যোক্তার মাধ্যমে পাঁচ বছরে ৬ লক্ষ ৫০ হাজার কানাডিয়ান ডলার সমমূল্যের পণ্য রপ্তানি করার লক্ষ্য ঠিক করা হয়েছে সমঝোতা স্মারকে।

## 'এসএমই উন্নয়নে মেধাস্বত্ব অধিকার' ওয়েবিনার আয়োজন

অনলাইনে আয়োজিত 'এসএমই উন্নয়নে মেধাস্বত্ব অধিকার' ওয়েবিনারে সভায় অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

১১ ফেব্রুয়ারি ২০২১ 'এসএমই উন্নয়নে মেধাস্বত্ব অধিকার' ওয়েবিনার আয়োজন করে এসএমই ফাউন্ডেশন। এসএমই উদ্যোক্তাদের জ্ঞানভিত্তিক সম্পদের আইনী অধিকার সুরক্ষা, সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং প্রতিযোগিতা সক্ষমতা উন্নয়নে সচেতনতা তৈরির লক্ষ্যে ওয়েবিনারটি আয়োজন করা হয়। ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ মফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে ওয়েবিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক)-এর মহাপরিচালক আনোয়ার হোসেন চৌধুরী। প্যানেল আলোচক ছিলেন মোঃ আবদুস সাত্তার, রেজিস্ট্রার, পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর (ডিপিডিটি)। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ফাউন্ডেশনের মহাব্যবস্থাপক ফারজানা খান। ওয়েবিনারে ৭৫জন উদ্যোক্তা অংশগ্রহণ করেন।

## 'বেকারি শিল্পে আধুনিক প্যাকেজিং প্র্যাকটিস' কর্মশালা

২৩-২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২১ নারায়ণগঞ্জে 'বেকারি শিল্পে আধুনিক প্যাকেজিং প্র্যাকটিস' কর্মশালার আয়োজন করে এসএমই ফাউন্ডেশন। কর্মশালার উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন (বিএসটিআই)-এর মহাপরিচালক ড. মোঃ নজরুল আনোয়ার। সভাপতিত্ব করেন ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ মফিজুর রহমান। কর্মশালায় পণ্যের মান রক্ষায় মোড়কজাতকরণ এর প্রয়োজনীয়তা, এ বিষয়ক বিধি-প্রবিধানমালা, পণ্যের কৌশলগত বাজারজাতকরণে মোড়কে নকশার গুরুত্ব সম্পর্কে উদ্যোক্তাদের ধারণা প্রদান করা হয়। এছাড়া প্যাকেজিং মেশিন সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে মোড়কজাতকরণে আধুনিক প্যাকেজিং প্রযুক্তি ডেমনসট্রেশন করা হয়। কর্মশালায় রিসোর্স পার্সন ছিলেন মোঃ ইমরুল হাসান এবং মোঃ আবদুল্লাহ আল মামুন। বাংলাদেশ ব্রেড বিস্কুট ও কনফেকশনারি প্রস্তুতকারক সমিতি, নারায়ণগঞ্জ এর ২১জন উদ্যোক্তা/প্রতিনিধি কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

নারায়ণগঞ্জে 'বেকারি শিল্পে আধুনিক প্যাকেজিং প্র্যাকটিস' কর্মশালা

## এসএমই উদ্যোক্তাদের দক্ষতা উন্নয়নে জানুয়ারি-মার্চ ২০২১ এ মানবসম্পদ উন্নয়ন উইং-এর ২১টি প্রশিক্ষণ

এসএমই খাতের বিকাশ ও উন্নয়ন ত্বরান্বিত ও বেগবান করতে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন স্থানে উদ্যোক্তাদের চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে আসছে এসএমই ফাউন্ডেশন। সে ধারাবাহিকতায় জানুয়ারি-মার্চ ২০২১ ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন বিভাগীয় শহর জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ২১টি প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন করেছে ফাউন্ডেশনের মানবসম্পদ উন্নয়ন উইং। প্রশিক্ষণসমূহে ৬২৫জন উদ্যোক্তা অংশগ্রহণ করেন।

ঢাকা, সিলেট ও বরিশাল জেলায় জানুয়ারি-মার্চ ২০২১ 'দক্ষতা উন্নয়ন' বিষয়ে ৪টি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। ঢাকায় ১০-১৪ জানুয়ারি ২০২১ 'বহুমুখী চামড়াজাত পণ্য তৈরি ও বিপণন' ৫ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ শেষে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করেন এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ মফিজুর রহমান। অনুষ্ঠানে ফাউন্ডেশনের মহাব্যবস্থাপক ফারজানা খান ও মোঃ সিরাজুল হায়দার এনডিসি।

ঢাকায় ০৪-০৮ মার্চ ২০২১ 'ফাস্টফুড তৈরি ও বেকারি পণ্য উৎপাদন' প্রশিক্ষণে ২৫জন উদ্যোক্তা অংশগ্রহণ করেন।

এসএমই ফাউন্ডেশনের সহায়তায় ৩১ জানুয়ারি-০৪ ফেব্রুয়ারি ২০২১ 'বহুমুখী চামড়াজাত পণ্য তৈরি ও বিপণন' প্রশিক্ষণের আয়োজন করে সিলেট উইমেন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি। সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সিলেট সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী। প্রশিক্ষণে ৩০জন উদ্যোক্তা অংশগ্রহণ করেন।

এসএমই ফাউন্ডেশনের সহায়তায় বরিশালে ১৩-১৭ জানুয়ারি ২০২১ 'অ্যাডভান্স ব্লক-বাটিক' প্রশিক্ষণের আয়োজন করে বরিশাল উইমেন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি। এতে ৬০জন উদ্যোক্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে রংপুরে ১১-১৫ মার্চ ২০২১ 'নতুন ব্যবসা শুরু' ৫ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণে রংপুর জেলার সম্ভাবনাময় ৩০জন নারী-পুরুষ অংশগ্রহণ করেন।

নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে সম্ভাবনাময় প্রশিক্ষণার্থীদের নিয়ে ১১-১৫ মার্চ ২০২১ পঞ্চগড়ে 'নতুন ব্যবসা শুরু' প্রশিক্ষণের আয়োজন করে এসএমই ফাউন্ডেশন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পঞ্চগড় জেলা প্রশাসক ড. সাবিনা ইয়াসমিন। ৫ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণে ৩০জন নারী-পুরুষ অংশগ্রহণ করেন।

এছাড়া এসএমই খাতের বিকাশকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে জানুয়ারি-মার্চ ২০২১ বিভিন্ন ট্রেডবডি/চেম্বারসমূহের সহায়তায় দেশের বিভিন্ন স্থানে বাস্তবায়ন করেছে ১৪টি প্রশিক্ষণের আয়োজন করে এসএমই ফাউন্ডেশন। প্রশিক্ষণসমূহে ৪২০জন উদ্যোক্তা অংশগ্রহণ করেন। নিম্নে উপরোক্ত সময়ে বাস্তবায়িত প্রশিক্ষণসমূহের তালিকা উল্লেখ করা হল।

**এক নজরে প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত তথ্যসমূহ:**

| ক্রমিক নং | প্রশিক্ষণের নাম | প্রতিষ্ঠান | ভেন্যু | তারিখ |
|---|---|---|---|---|
| ১. | উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও ব্যাংক উপযোগী ব্যবসায় পরিকল্পনা প্রণয়ন | জাতীয় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সমিতি (নাসিব) | হবিগঞ্জ | ১২-১৬ জানুয়ারি ২০২১ |
| ২. | বিউটিফিকেশন ও পার্লার ব্যবস্থাপনা | উইমেন এন্টারপ্রিনিয়ার অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ওয়েব) | নওগাঁ | ১৭-২১ জানুয়ারি ২০২১ |
| ৩. | বিউটিফিকেশন ও পার্লার ব্যবস্থাপনা | জাতীয় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সমিতি (নাসিব) | গাজীপুর | ১৭-২১ জানুয়ারি ২০২১ |
| ৪. | বিউটিফিকেশন ও পার্লার ব্যবস্থাপনা | তৃণমূল নারী-উদ্যোক্তা সোসাইটি (গ্রাসরুট) | সুনামগঞ্জ | ১৭-২১ ফেব্রুয়ারি ২০২১ |
| ৫. | স্ক্রিন প্রিন্ট | বাংলাদেশ উইমেন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (বিডব্লিইসিসিআই) | বরিশাল | ২৪-২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১ |
| ৬. | আর্টিফিসিয়াল জুয়েলারি | বাংলাদেশ উইমেন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (বিডব্লিইসিসিআই) | নীলফামারী | ২৪-২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১ |
| ৭. | বিউটিফিকেশন ও পার্লার ব্যবস্থাপনা | বাংলাদেশ উইমেন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (বিডব্লিইসিসিআই) | বাগেরহাট | ২৪-২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১ |
| ৮. | ব্লক-বাটিক | উইমেন এন্টারপ্রিনিয়ার অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ওয়েব) | জয়পুরহাট | ০৭-১১ মার্চ ২০২১ |
| ৯. | পাটজাত পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ | জাতীয় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সমিতি(নাসিব) | জামালপুর | ১৮-২২ মার্চ ২০২১ |
| ১০. | উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও ব্যাংক উপযোগী ব্যবসায় পরিকল্পনা প্রণয়ন | জাতীয় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সমিতি (নাসিব) | ময়মনসিংহ | ২১-২৫ মার্চ ২০২১ |
| ১১. | বিউটিফিকেশন ও পার্লার ব্যবস্থাপনা | বাংলাদেশ উইমেন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (বিডব্লিইসিসিআই) | নেত্রকোনা | ২১-২৫ মার্চ ২০২১ |
| ১২. | স্ক্রিন প্রিন্ট | বাংলাদেশ উইমেন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (বিডব্লিইসিসিআই) | রাজশাহী | ২১-২৫ মার্চ ২০২১ |
| ১৩. | বিউটিফিকেশন ও পার্লার ব্যবস্থাপনা | জাতীয় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সমিতি (নাসিব) | নারায়ণগঞ্জ | ২৭-৩১ মার্চ ২০২১ |
| ১৪. | নতুন ব্যবসা শুরু | উইমেন এন্টারপ্রিনিয়ার অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ওয়েব) | কক্সবাজার | ৩১ মার্চ-০৪ এপ্রিল ২০২১ |

বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তী Bangladesh 50

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

# স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন

## স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীতে এসএমই ফাউন্ডেশনের শ্রদ্ধা নিবেদন

১৭ মার্চ ২০২১ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মফিজুর রহমান

২৬ মার্চ ২০২১ স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন ফাউন্ডেশনের মহাব্যবস্থাপক মোঃ নাজিম হাসান সাত্তার

## স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে আলোচনা সভা

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে ২৫ মার্চ ২০২১ আলোচনা সভার আয়োজন করে এসএমই ফাউন্ডেশন। ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ মফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন এসএমই ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. মোঃ মাসুদুর রহমান। এসএমই ফাউন্ডেশনের মহাব্যবস্থাপক মোঃ নাজিম হাসান সাত্তার, ফারজানা খান এবং মোঃ সিরাজুল হায়দার এনডিসি আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথির বক্তৃতায় অধ্যাপক ড. মোঃ মাসুদুর রহমান বলেন, ১৯৫৬ সালে বাণিজ্য, শিল্প, শ্রম, দুর্নীতি দমন এবং গ্রাম সহায়তা মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালনের সময় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তান ক্ষুদ্র ও শিল্প কর্পোরেশন (ইপসিক) প্রতিষ্ঠা করেন, স্বাধীনতার পর থেকে যা বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক) এ পরিণত হয় এবং শিল্পায়নে অবদান রাখছে। স্বাধীনতার পর তাঁর নির্দেশে ১৩৩টি পরিত্যক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান মালিকদের ফিরিয়ে দেয়া হয়, ৮২টি ব্যক্তি মালিকানায় এবং ৫১টি কর্মচারী সমবায়ের নিকট বিক্রি করা হয়। বেসরকারি খাতের বিকাশের লক্ষ্যে পুঁজি বিনিয়োগের উর্ধ্বসীমা ২৫ লাখ টাকা থেকে ৩ কোটি টাকায় উন্নীত করেন এবং বেসরকারি খাতে নতুন শিল্প গড়ে তোলার অনুমতি দেন তিনি। তিনি আরো বলেন, স্বাধীনতার পর প্রথম অর্থবছরে বাজেটের আকার ছিল মাত্র ৭৮৬ কোটি টাকা, ৫০ বছর পরে বর্তমানে বাংলাদেশের বাজেটের আকার প্রায় পৌনে ৬ লাখ কোটি টাকা। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে রপ্তানি, রেমিটেন্স, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ, বিদেশী বিনিয়োগসহ নানা ক্ষেত্রে বাংলাদেশের উন্নয়ন নিঃসন্দেহে অনুকরণীয়। সেই ধারাবাহিকতায় সম্প্রতি স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে বেরিয়ে উন্নয়নশীল দেশের সারিতে যেতে জাতিসংঘের সুপারিশ লাভ স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে বাংলাদেশের অন্যতম বড় অর্জন বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

## অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০২১-এ এসএমই ফাউন্ডেশনের অংশগ্রহণ

কোভিড-১৯ প্রেক্ষাপটে স্বাস্থ্যবিধি মেনে এ বছর ফেব্রুয়ারি মাসের পরিবর্তে ১৮ মার্চ-১২ এপ্রিল 'অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০২১' আয়োজন করে বাংলা একাডেমী। ২০১৫ সাল থেকে অংশগ্রহণের ধারাবাহিকতায় এ বছরও মেলায় অংশগ্রহণ করে এসএমই ফাউন্ডেশন। মেলায় দর্শনার্থীদের কাছে এসএমই ফাউন্ডেশনের পরিচিতি ও কার্যক্রম তুলে ধরা হয়। মেলায় ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত এসএমই উন্নয়নে বিভিন্ন ধরনের তথ্য, উপাত্ত, পরামর্শ ও দিক নির্দেশনামূলক গ্রন্থ/প্রকাশনা/নিউজলেটার/ব্রসিউর বিতরণ ও বিক্রয় করা হয়।

# এসএমই ফাউন্ডেশনের ১৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

এসএমই ফাউন্ডেশনের ১৫তম বার্ষিক সাধারণ সভায় পরিচালক পর্ষদের সদস্যবৃন্দ

২৭ মার্চ ২০২১ শনিবার, রাজধানীর আগারগাঁওয়ে পর্যটন ভবন মিলনায়তনে এসএমই ফাউন্ডেশনে ১৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. মোঃ মাসুদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে এসএমই ফাউন্ডেশনের কার্যক্রমের ওপর পরিচালক পর্ষদের প্রতিবেদন উপস্থাপন ও গ্রহণ, নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী ও নিরীক্ষকের প্রতিবেদন অনুমোদন এবং ২০২১-২২ অর্থবছরের বাজেট উপস্থাপন ও অনুমোদন করা হয়। সভায় পরিচালক পর্ষদ এবং সাধারণ পর্ষদের সদস্যদের কাছে ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ মফিজুর রহমানের পক্ষে ২০১৯-২০ অর্থবছরের পরিচালক পর্ষদের প্রতিবেদন তুলে ধরেন ফাউন্ডেশনের মহাব্যবস্থাপক নাজিম হাসান সাত্তার। তিনি জানান, ২০১৯-২০ অর্থবছরে পণ্য বাজারজাতকরণ, দক্ষতা উন্নয়ন এবং দেশে ও বিদেশে উৎপাদিত পণ্যের বাজার সম্প্রসারণ সংক্রান্ত এসএমই ফাউন্ডেশনের নানামুখী কার্যক্রমের সুবিধা পেয়েছেন ১০ হাজার ১৯৯জন উদ্যোক্তা। এর মধ্যে নারী-উদ্যোক্তা ৪৫০৯জন এবং পুরুষ উদ্যোক্তা ৫৬৯০জন। তিনি জানান, ২০২০ সালে ৮ম জাতীয় এসএমই পণ্য মেলায় ৪ কোটি ৯৫ লাখ টাকার পণ্য বিক্রয় ও ৬ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকার বিভিন্ন পণ্যের অর্ডার পান অংশগ্রহণকারী এসএমই উদ্যোক্তাগণ। এছাড়া ২০১৯-২০ অর্থবছরে দেশের ৮টি বিভাগের ২৮টি জেলায় এসএমই ফাউন্ডেশন আয়োজিত আঞ্চলিক এসএমই পণ্য মেলায় মোট ৮ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকার পণ্য বিক্রয় করেন এবং ৭ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকার বিভিন্ন পণ্যের অর্ডার পান অংশগ্রহণকারী উদ্যোক্তাগণ। সভায় এসএমই ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. মোঃ মাসুদুর রহমান জানান, করোনা (কোভিড-১৯) পরিস্থিতিতে দেশের অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার কার্যক্রম ত্বরান্বিত করা এবং পল্লী এলাকার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে সরকারের দ্বিতীয় দফার প্রণোদনার আওতায় চলতি অর্থবছরে মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের মাঝে ১০০ কোটি টাকার ঋণ বিতরণ করবে এসএমই ফাউন্ডেশন। তিনি আরো জানান, প্রণোদনা প্যাকেজের অবশিষ্ট ২০০ কোটি টাকা বিতরণ করা হবে আগামী অর্থবছরে। এক্ষেত্রে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত উদ্যোক্তাদের মাঝে সুষ্ঠুভাবে এ ঋণ বিতরণ নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে নিয়মিত সমন্বয় সাধন করা হবে বলেও জানান তিনি।

ফাউন্ডেশনের পরিচালনা পর্ষদ এবং সাধারণ পরিষদের সদস্যবৃন্দ ১৫তম বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশগ্রহণ করেন।

# ভৈরব পাদুকা শিল্প ক্লাস্টারে স্যাম্পল 'অক্সফোর্ড সু' তৈরি

এসএমই ফাউন্ডেশনের প্রশিক্ষণের পর ভৈরব পাদুকা শিল্প ক্লাস্টারে স্যাম্পল 'অক্সফোর্ড সু' তৈরি করেছেন কয়েকজন উদ্যোক্তা। এসএমই ফাউন্ডেশন পরিচালিত বিভিন্ন কার্যক্রমে ভৈরব পাদুকা ক্লাস্টারের উদ্যোক্তাদের যেসব প্রতিবন্ধকতা পাওয়া যায়, এর মধ্যে অন্যতম হলো- গুণগত কাঁচামালের স্বল্পতা, সেকেলে প্রক্রিয়াকরণ প্রযুক্তি প্রয়োগ, অনুন্নত ডিজাইন। এই প্রেক্ষিতে ফাউন্ডেশনের প্রযুক্তি উন্নয়ন উইং কর্তৃক 'Induction of New Skills on Closed Footwear Manufacturing through Appropriate Designing and Pattern Engineering Techniques' কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। কর্মসূচির আওতায় পাদুকা ডিজাইন, প্যাটার্ন তৈরি ও স্যাম্পল প্রস্তুতির কাজে নিয়োজিত উদ্যোক্তা ও কর্মীগণের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন করা হয়। ২০১৯-২০ অর্থবছরে 'ডিজাইনিং ও প্যাটার্ন ইঞ্জিনিয়ারিং এর সঠিক কৌশল প্রয়োগে পাদুকা উৎপাদনে দক্ষতা বৃদ্ধি' বিষয়ে ২টি প্রশিক্ষণ এবং ২০২০-২১ অর্থবছরে 'পাদুকা উৎপাদনে লাগসই ডিজাইনিং ও প্যাটার্ন ইঞ্জিনিয়ারিং' প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে পাদুকার ধরন, নকশার শ্রেণী বিভাগ ও নকশাকরণ প্রক্রিয়া, প্যাটার্নের শ্রেণী বিভাগ, বেসিক প্যাটার্ন তৈরির প্রক্রিয়া, বিভিন্ন ধরনের এলাউন্স পরিচিতি, প্যাটার্নে এলাউন্স যুক্ত করার কৌশল, সু-সাইজিং সিস্টেম, গ্রেডিং ও প্যাটার্ন ইঞ্জিনিয়ারিং, কাটিং, স্কাইভিং ও স্প্লিটিং অপারেশন, সেলাই, মার্কিং ও ডেকোরেশন কৌশল, সোল, ইনসোল ও আনুষঙ্গিক উপকরণসমূহ, এসেমব্লি প্রক্রিয়ার বিভিন্ন কৌশল, লাস্টিং, প্রেসিং ও ট্রিমিং প্রক্রিয়া এবং মান পরীক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে প্রশিক্ষণার্থীদের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক ধারণা প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষক

ভৈরব পাদুকা শিল্প ক্লাস্টারে উৎপাদিত উদ্যোক্তাদের স্যাম্পল 'অক্সফোর্ড সু'

ছিলেন দু'জন ফুটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার এবং একজন ডিজাইনার।

উল্লেখ্য, এসএমই ফাউন্ডেশন কর্তৃক চিহ্নিত ১৭৭টি এসএমই ক্লাস্টারের মধ্যে ১৩টি ক্লাস্টারে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য উৎপাদিত হয়। তন্মধ্যে ১০টিতে বিভিন্ন প্রকার স্যান্ডেল ও সু তৈরি করেন। উল্লিখিত ক্লাস্টারসমূহের মধ্যে কিশোরগঞ্জের ভৈরব পাদুকা ক্লাস্টার অন্যতম। ভৈরব পাদুকা কারখানা মালিক সমবায় সমিতি'র তথ্য মতে, উক্ত ক্লাস্টারে ৫৭২টি নিবন্ধিত শিল্পে আনুমানিক ১০,০০০ কর্মী প্রত্যক্ষভাবে নিয়োজিত রয়েছে।

# ৯ম জাতীয় এসএমই পণ্য মেলা নভেম্বরে আয়োজনের পরিকল্পনা

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোক্তা কর্তৃক উৎপাদিত পণ্যের প্রচার, প্রসার, বিক্রয় এবং ক্রেতা-বিক্রেতার সংযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে এসএমই ফাউন্ডেশন প্রতি বছর ঢাকায় জাতীয় এসএমই পণ্য মেলা আয়োজন করে। চলতি ২০২০-২১ অর্থবছরে এসএমই ফাউন্ডেশন কর্তৃক বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ১-৭ মার্চ ২০২১ '৯ম জাতীয় এসএমই পণ্য মেলা ২০২১' আয়োজনের পরিকল্পনা ছিল। তবে কোভিড-১৯ প্রেক্ষাপটে মেলা আয়োজন স্থগিত করা হয়। পরিস্থিতি বিবেচনায় সরকারি নির্দেশনা অনুসরণ করে মেলাটি একই ভেন্যুতে আগামী নভেম্বর মাসে সুবিধাজনক তারিখে আয়োজনের পরিকল্পনা করা হচ্ছে। মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে 'জাতীয় এসএমই উদ্যোক্তা পুরস্কার-২০২১' প্রদান করা হবে।



সম্পাদনা পরিষদ: মোঃ নাজিম হাসান সাত্তার, মহাব্যবস্থাপক; ফারজানা খান, মহাব্যবস্থাপক; সিরাজুল হায়দার এনডিসি, মহাব্যবস্থাপক, মুহাম্মদ মোরশেদ আলম, সহকারী মহাব্যবস্থাপক, অঙ্গসজ্জা: মো: আরিফুল ইসলাম, প্রোগ্রাম সহকারী, এসএমই ফাউন্ডেশন, পর্যটন ভবন (লেভেল-৬ ও ৭) প্লটঃ ই-৫/সি-১, পশ্চিম আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা, ঢাকা-১২০৭। ফোন: (+৮৮০২) ৮১৪২৯৮৩ ফ্যাক্স: ৮১৪৩০৪৪, ই-মেইল: info@smef.gov.bd ওয়েব সাইট: www.smef.gov.bd